শোকেসিং-এ প্রদর্শনীতব্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা, ২০২০-২০২১

দপ্তর / সংস্থার নামঃ মৎস্য অধিদপ্তর

প্রদর্শনীতব্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের সংখ্যাঃ ৮

ভার্চুয়াল শোকেসিং-এ প্রদর্শনীতব্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা

ক্র নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	প্রয়োজনীয় অর্থ / ব্যয়িত অর্থ	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	অগ্রগতি	প্রত্যাশিত ফলাফল
০১	মৎস্য অধিদপ্তর	মৎস্য চাষ সেবা সম্প্রসারণে ওয়ানস্টপ সার্ভিস	প্রাথমিক ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষী প্রতিনিধিরা সাধারণ মাছ চাষীদের পুকুরের পানি পরীক্ষা এবং রোগাক্রান্ত মাছের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ইমো, ওয়াটস এপ, ফেসবুক মেসেঞ্জার ইত্যাদি) ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট পৌছাবে। পরবর্তীতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তাৎক্ষনিক সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রধান করবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চাষীদের পরামর্শ প্রধান করবেন।	মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর 01722034792 raselnstu@gmail.com	৫০,০০০/=	হ্যাঁ	আইডিয়া	বর্তমান বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মাছ চাষীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে এবং সঠিক সময়ে সঠিক পরাপর্শ পাওয়া যাবে।
০২	মৎস্য অধিদপ্তর	IoT ভিত্তিক পানির গুণাগুন পরিমাপক স্মার্ট ডিভাইস	মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য পানির বিভিন্ন প্যারামিটার নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখা আবশ্যক। নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সকল প্যারামিটার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থায় যা দুরূহ। এই ডিভাইসটির মাধ্যমে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ডাটা পাওয়া যাবে। ফলে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থাগ্রহণ সহজ হবে। ডিভাইসে সংযুক্ত সেনসরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডাটা মোবাইল/ কম্পিউটারে ইন্সটলকৃত প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহক/ চাষিকে জানিয়ে দেবে। নির্ধারিত মানের উপর/ নিচে কোন মান পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে এলার্ম বেজে উঠবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা	মোঃ আলমগীর হোসেন , সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার(নিজ বেতনে),বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী। alamgirazadee@gmail.com	২,০০,০০০/=	হ্যাঁ	আইডিয়া পর্যায়	তাৎক্ষণিকভাবে পানির বিভিন্ন প্যারামিটার সম্পর্কে জানা যাবে।মাছ/চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাস হবে। নতুন প্রজন্মকে মাছ/চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত করা যাবে। শ্রম ঘনত্ব

ক্র নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	প্রয়োজনীয় অর্থ / ব্যয়িত অর্থ	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	অগ্রগতি	প্রত্যাশিত ফলাফল
			দেবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যদি পানিতে অক্সিজেন লেভেল ৪ মিঃগ্রাম/লিটারের নিচে নেমে যায় তাহলে ডিভাইসটিতে সংযুক্ত এরেটর চালু করার নির্দেশনা আসবে। অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে চাইলে মোবাইল/কম্পিউটারে সুইচের মাধ্যমে এরেটর চালু করা যাবে।	01729944496				কমিয়ে আনা যাবে। রোগ/মড়ক নিয়ন্ত্রণ সহজ হলে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।
০৩	মৎস্য অধিদপ্তর	পার্বত্য এলাকায় নদী ও ছড়ায় দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি	পার্বত্য এলাকার নদী ও ছড়ায় পূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় ছোট মাছ পাওয়া যেত (পুঁটি, চিংড়ি, বেয়াল, শোল, টাকি, শিং, মাগুর, আইড়, মলা, কাঁচকি, কই, বেলে, কুঁচিয়া, গুলশা, গলদা চিংড়ি) বর্তমানে এসব মাছের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা হ্রাস পেয়েছে। নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মৎস্য আহরন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার, ছড়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ভূমিধ্বসে ছড়া ভরাট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারনে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।	বিজয় কুমার দাস, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা bijoy.uforamgarh@gmail.com 01717592388	২,২০,০০০/=	হ্যাঁ	আইডিয়া পর্যায়	পার্বত্য এলাকার নদী ও ছড়ায় দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং জীববৈচিত্র রক্ষা পাবে
০৪	মৎস্য অধিদপ্তর	চিংড়ি চাষিদের কল্যানে উপজেলা মৎস্য অফিসের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে মিনি প্রশিক্ষণ	চিতলমারী উপজেলায় প্রায় ২০ হাজার চিংড়ি চাষী আছে। এই চাষীরা বিরূপ আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ,অতি বৃষ্ট, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি কারণে জর্জরিত, ক্ষতিগ্রস্হ ও দিশেহারা। এই ক্ষতিগ্রস্ত ও দিশেহারা চাষীদের উন্নত মাছ ও চিংড়ি চাষের দিশা দেয়ার জন্য এই ইনোভেসন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।	সোহেল মোঃ জিল্লুর রহমান রিগান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিতলমারী, বাগেরহাট rigandof@gmail.com 01714939303	১,০০,০০০/=	হ্যাঁ	আইডিয়া পর্যায়	দিশেহারা চাষীরা উন্নত চাষের দিশা পাবে,চাষীদের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, চাষীর উৎপাদন খরচ কমে যাবে, নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে ।

ক্র নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	প্রয়োজনীয় অর্থ / ব্যয়িত অর্থ	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	অগ্রগতি	প্রত্যাশিত ফলাফল
০৫	মৎস্য অধিদপ্তর	চ্যাপা শুটকী প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ	চ্যাপা শুটকী একটি উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য যা দেহ গঠনের পাশাপাশি দেহকে রোগ প্রতিরোধক্ষম করে তোলে। এটি একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদুও বটে। চ্যাপা শুটকীকরণ আমাদের দেশে মৎস্য সেক্টরের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনা এনে দিতে পারে। আমরা জানি শুটকী মাছ সব স্থানে করা সম্ভব হয় না, কিন্তু চ্যাপা শুটকীর জন্য শুকনো শুটকী মাছ প্রয়োজন। ফলে দেশের শুটকী সমৃদ্ধ এলাকা থেকে শুটকী সংগ্রহ করে সারা দেশেই এই চ্যাপা শুটকী তৈরী করা সম্ভব।	মোঃ আবু সাঈদ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পত্নীতলা,নওগাঁ। ufopatnitala@gmail.com 01721944564	৭০,০০০/=	হ্যাঁ	আইডিয়া পর্যায়	১। মহিলা জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত হবে, আমাদের মৎস্য সেক্টরের পরিধি বিস্তার লাভ করবে। ২। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব,কারণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রচুর শুটকী মাছ রপ্তানি হচ্ছে। ৩। মৎস্য সেক্টরের জিডিপিতে অবদান বৃদ্ধি পাবে।
০৬	মৎস্য অধিদপ্তর	উত্তম মৎস্য বাজার ব্যবস্থাপনা । Good Fish Market Management (GFMM)	"নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্য বাজারের একটি সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে। গ্রামীন অর্থনীতিতে স্থানীয় মৎস্যবাজারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবহমানকাল থেকে মৎস্য বাজারের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় ভাবে হয়ে আসছে কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত ও গুনগত মানসম্পন্ন মৎস্য বাজার এখনও কোথাও তেমন দৃষ্টিগোচর হয়না উপরন্তু ভোক্তা হয়রানি সহ ভোক্তা অধিকার এর নিশ্চয়তা বিধান করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়নি। এছাড়া মৎস্য আইন ও বিধিসমূহ নানাভাবে লংঘনের সুযোগও প্রচলিত মৎস্য বাজারে অবারিত। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে উন্নত অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসম্মত, গুনমান সম্মত, ভোক্তা বান্ধব এবং মৎস্য আইন ও বিধিসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উত্তম মৎস্য বাজার মডেল তৈরীর উদ্যশ্যে এই ইনোভেশন আইডিয়াটি গ্রহন করা হয়েছে। "	মোঃ মহিদুল ইসলাম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট 01715233877 mohid.dof@gmail.com	২,৫০,০০০/=	হ্যাঁ	আইডিয়া পর্যায়	ভেজা/অস্বাস্থ্যকর বাজারকে শুষ্ক বাজারে (Dry Fish Market) পরিনত করবে।

ক্র নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	প্রয়োজনীয় অর্থ / ব্যয়িত অর্থ	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	অগ্রগতি	প্রত্যাশিত ফলাফল
০৭	মৎস্য অধিদপ্তর	ফিশারবেজ	"প্রতি উপজেলার মাছ চাষের সাথে সম্পৃক্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করে রাখার জন্য ডেটাবেজ তৈরী করা। এখানে মৎস্য চাষী, মাছ বিক্রেতা, খাদ্য বিক্রেতা, নার্সারী/হ্যাচারী চাষীদের তথ্য এবং উপজেলার অন্যন্য তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে কোয়ারী করা যাবে। এই ধারনাটি বর্তমানে www.jashorefisheries.com এ পাইলটিং করা হয়েছে।"	পলাশ বালা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া, যশোর 01723215650 bala.palash@gmail.com	২,০০,০০০/=	হ্যাঁ	পাইলটিং প্রক্রিয়া চলমান	কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর সময় ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট করতে। তখন হঠাৎ করে চাষী ও সম্পদের তালিকা করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে অনলাইন ডেটাবেজ প্রয়োজন।
০৮		FTMS (FISHING TRAWLWR MONITORING SYSTEM)	The main problem that we are facing during banned periods is taking control of fishing trawlers that are used in fishing.Form some particular point or ghat of river these trawlers are operated. These trawlers are owned and operated by some specific arotdar/mohajon of these Ghats. So if we can bring these trawlers under registration and GPS monitoring system we can easily take control over these trawlers. By these we can monitor the movement of these trawlers easily and identify owner promptly and take quick response. So for proper monitoring and prepone our program by smartly	সুদীপ ভট্টাচার্য, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর 01729695252 sudip.bau20@gmail.com	২০,০০,০০০/=	হ্যাঁ	আইডিয়া পর্যায়	By using GPS we can locate and monitor trawlers that are used in hilsha fishing during banned period (mother hilsha and jatka fishing) and make these programme

ক্র নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	প্রয়োজনীয় অর্থ / ব্যয়িত অর্থ	সারা দেশে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	অগ্রগতি	প্রত্যাশিত ফলাফল
			handling banned period this idea will work.					more effective. It will help for increasing hilsha production.